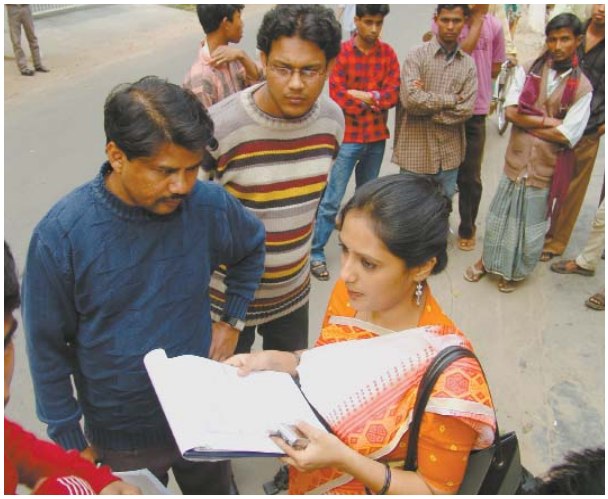

মিস কলের লোকেশনে

৬ ফেব্রুয়ারি, শীতের সকাল। অপি করিমকে নিয়ে বনানীর শুটিং স্পটে যেতে হবে। অগত্যা একটা বিরক্তি নিয়েই এই প্রতিবেদককে বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো। রাস্তায় যানবাহন খুবই কম। পাজেরো স্পিডে সাঁই সাঁই করে চলে যাচ্ছে। বিশাল রাস্তা খাঁ খাঁ করছে। দু-একজন পথচারী ছাড়া কিছু নেই। কারণ আজকে হরতাল।

অপির মোবাইলে যোগাযোগ করে তাদের বাসার দিকে এগিয়ে যেতেই সিএনজির দেখা মিললো। সিএনজি ড্রাইভারের মনের মতো ভাড়ায় যখন সব ঠিক হলো, ততোক্ষণে ঘড়ির কাঁটা নয়টা অতিক্রম করছে। সকাল নয়টায় বনানীর ইন্টার অ্যাকটিভে পৌঁছানোর কথা। অপি করিমও কিছুটা বিচলিত।

সাড়ে নয়টায় ইন্টার অ্যাকটিভে পৌঁছানোর পর দেখা গেলো ছোটখাটো স্টেডিয়ামের এক প্রান্তে দর্শক গ্যালারি। সবাই একদৃষ্টিতে ২১ ইঞ্চি টিভির পর্দায় তাকিয়ে রয়েছেন। হলুদ আর সবুজ জার্সির খেলা হচ্ছে। পরিচালক তখনো হরতালের রাস্তা পাড়ি দিচ্ছেন। অপি করিম সোজা মেকআপ রুমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হয়ে গেলো তার সুন্দর মুখশ্রীর ওপর নানা রঙের প্রলেপ দেয়ার কাজ। প্রলেপ দেয়া শেষ হলে অপি করিম হয়ে উঠবেন আজকের নাটকের নায়িকা শাওন। চরিত্রটি কল্পনা করেছেন শ্যামল মজুমদার তার ওপর বিভিন্ন কারুকাজ করে চরিত্রটি পর্দায় জীবন্ত করে তোলার জন্য একটি শেপ

মিস্টার মিস কলের দুই প্রধান চরিত্র অপি ও মাহফুজ

দিয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যকার আনিসুল হক। শাওনের মতো আরো বেশ কয়েকটি চরিত্র ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে চ্যানেল আইয়ের পর্দায় জীবন্ত হয়ে উঠবে।

†bmK¨v‡d-Kwd‡gU-mvßvwnK 2000
fv‡jvevmvi Mí †_‡K bvUK
wg÷vi wgm Kj
iPbv : k¨vgj gRg`vi
bvU¨i¦c : Awbmj nK
cwiPvjbv : Awid Lvb
wPÎMnY : †Mvjvg †gv¯dv ev"P
Awfb‡q : মাহফুজ আহমেদ, অপি করিম, ওয়াহিদা মল্লিক জলি, কায়েস চৌধুরী, নিভৃতা প্রমুখ
cPvi : 14 †de"qvwi ivZ 9-35 wgwb‡U
P¨v‡bj AvB-G

দশটায় নাটকের পরিচালক সেটে এলেন। একটা তাড়াহুড়া দেখা গেলো তার মধ্যে। রুমে ঢুকেই তিনি ক্যামেরাম্যান বাচ্চুকে নিয়ে পাশের রুমে চলে গেলেন। এর পর সহকারী পরিচালক পুটুকে নিয়ে গেলেন। বোঝা গেলো প্রোডাকশন সংক্রান্ত কোনো আলাপ করতেই দু'জনকে ডাকা। কথা বলতে বলতে মেকআপ রুমের দিকে এগিয়ে আসতেই দেখলেন অপি করিমকে। সাধারণ হাই-হ্যালো হলো। তারপর তিনি চারপাশে তাকিয়ে হাউজের লোক আর প্রোডাকশনের ছেলেদের ডেকে আশপাশটা পরিষ্কার করে ফেলতে বললেন। সহকারীকে বললেন, এখানে দুটো জোন হবে। ক্যামেরা ট্রলি করে এক শটে আমরা পাঁচ নম্বর সিকোয়েন্সটা করবো। এখন রুমে গিয়ে অপির ঘরের লাইটটা একটু রেডি করে ফেলেন। বোঝা গেলো পরিচালক নাটকটি নিয়ে অনেক বেশি সিরিয়াস।

লাইট, ক্যামেরা পজিশন, রোলিং ফাইভ, ফোর থ্রি টু ওয়ান অ্যাকশন। লং শটের একটা ফ্রেম। অপি করিম তার ছোট বোন বর্ষাকে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। এরই মধ্যে মোবাইল বেজে ওঠে। একটা বিরক্তি নিয়ে মোবাইল ধরতে গিয়ে দেখে মিস্‌কল। অপির মুখের বিরক্তি ব্যাপারটা ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিচালক শটটি কেটে তার বিগ ক্লোজে চলে গেলেন। ক্যামেরাম্যান গোলাম মোস্তফা বাচ্চু লাইটের আলো-আঁধারিতে সুন্দর একটি ক্লোজ ধরলেন অপির। মনিটরে দেখে পরিচালক বললেন, 'অদ্ভুত সুন্দর একটা

ïwUs‡qi Aem‡i Iqvwn`v gwj-K Rwj I Awc

GKwU `‡k Awci m‡½ wkï wkíx wbfZv

ফ্রেম হয়েছে। অপি তোমাকে সুন্দর লাগছে।'

স্ক্রিপ্ট হাতে নিয়েই প্রবেশ করলেন মাহফুজ। তখন বাজে সাড়ে এগারোটা। কিচেনে গিয়ে মুখে হালকা পানির ঝাপটা দিয়ে মাহফুজ মেকআপে বসে পড়লেন। পরিচালক তাকে দেখে একটু অবাকই হলেন। বললেন, আপনি এতো তাড়াতাড়ি আসবেন চিন্তা করতে পারিনি।

ভ্যালেন্টাইন ডে'র নাটক। মাও প্রেম করে এরকম কিছু একটা রাখা দরকার ছিলো। অপি করিম একথা বলতে বলতে নাটকের মা ওয়াহিদা মল্লিক জলি সেটে গিয়ে হাজির। অনেক সেজেগুজে গিয়েছেন। তাকে দেখে অপি বললেন, 'কানে দুল পরে আমাকে দেখাতে এসেছে। নাটকে একটা বাবা রাখা খুব দরকার ছিলো, বাবা-মায়ের ভালোবাসাটা অন্তত দেখা যেতো।' তখনই নেসক্যাফের কফি হাতে একজন ঢুকলেন। ভালোবাসা জাগাতেই নাকি তিনি এসেছেন নেসক্যাফে কফি নিয়ে। সত্যি তাই। চায়ের পরিবর্তে সারা দিন চললো নেসক্যাফে কফি খাওয়ার ধুম। ডাইনিংয়ে গোল হয়ে বসলেন পরিচালক, অপি মাহফুজ আর জলি। নাটকের গল্প নিয়ে কথা হচ্ছিলো। নাট্যকার নাকি বলেছেন ছেলেটা যখন হাত ধরবে, তখন মেয়েটা চড় মারবে। এ কথা শুনে মাহফুজ আহমেদ বললেন, 'অপি তুমি কি আমাকে চড় মারতে চাও'? আপনি যদি খেতে চান, তাহলে মারতে পারি। কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন মাহফুজ। পরিচালক বললেন, আমরা কি অন্যভাবে জিনিসটা দেখাতে পারি? তোমরা ভেবে দেখো। এই বলে তিনি পরের সিকোয়েন্স শুট করার জন্য চলে গেলেন। অপি ড্রেস চেইঞ্জ করে জলির সঙ্গে রিহার্সেল করছেন। এর মধ্যে তাদের ডাক পড়লো।

নাট্যকার আনিসুল হক বারোটার দিকে সেটে এলেন। তাকে দেখে মাহফুজ বললেন, আনিস দা আজকে সারা দিন থাকেন না? আমাদের সঙ্গে? তিনি বললেন, কি খাওয়াবে বলো? এই বলে তিনি কফি নিলেন। মগ হাতে এগিয়ে গেলেন জোনের দিকে। হাতে স্ক্রিপ্টের কয়েকটা দৃশ্য। রি-রাইট করা। সম্ভবত চড় মারার সেই দৃশ্যটি চেইঞ্জ করে নিয়ে এসেছেন। কারেকশন করা পাতাটা নিয়ে আবার আলোচনায় বসলেন সবাই। মনে হলো চড় মারার বিষয়টি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মাহফুজ বললেন, অপি আমাকে যদি ঐ দৃশ্যে চড় মারো তাহলে শেষের দৃশ্যে আবেগী হয়ে আরেকটা চড় মেরো। তাতে মনে হয় ভালো লাগবে। একবার রেগে চড়, আরেকবার ভালোবেসে। সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

চুল নিয়ে ভালো বিপত্তিতে পড়লেন মাহফুজ। গেলো দু'মাস ধরে তিনি চুল কাটতে পারছেন না। একটি ছবির কনটিনিউটি বলে। রোমান্টিক এই নাটকে চুলগুলোকে কিভাবে রাখবেন বুঝতে পারছেন না। একবার ডানে, একবার বামে সিথি করছেন। কোনোটাই তার ভালো লাগছে না বলে মনে হলো। একটা পর্যায়ে দু'হাত দিয়ে চুলগুলোকে ধরে ব্যাক ব্রাশের মতো করে ছেড়ে দিলেন।

সেখান থেকে মাহফুজ টিভি সেটের সামনে বসলেন। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস্ ততোক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। গানের একটি চ্যানেল চলছে। এর মধ্যে সেখানে উপস্থিত হলেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, স্টাফ রিপোর্টার জব্বার হোসেন, তুষার দাশ - ইউনিট্রেন্ডের সিনিয়র ডিরেক্টর, ক্লায়েন্ট সার্ভিস আর একাউন্টস ম্যানেজার শাহরিয়ার রানা। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে আলাপ জমে উঠলো মাহফুজ আহমেদের। সেই আড্ডার মাঝে এসে যোগ দিলেন অপি করিম।

সবাই অপেক্ষা করছিলেন স্টিল ফটোগ্রাফারের জন্য। একটার দিকে ফটোগ্রাফার তুহিন হোসেন সেটে এলেন। তুলতে লাগলেন একের পর এক ছবি।

এক নাগাড়ে কাজ চলে শুটিং শেষ হয়েছে রাত ২টায়। এখন চলছে নাটকটি সম্পাদনার কাজ।

সকাল আহমেদ
ছবি : **তুহিন হোসেন**